

যে মানুষটি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিল, তাকে কেন তোমরা হত্যা করেছ?
(Germanyর Martin Luther University তে অনুষ্ঠিত systemic functional linguistics conference এ
আমাকে প্রশ্ন করে এক German একাডেমিক।)

এখন সমস্টিগতভাবে অপমানবোধের সময়।
সময়ের এই প্রান্তে পুরববাংলার বাংগালীমাত্রই
শুধুই অপমানিত হবার আশা করে।
এখন আমাদের ভূমিকা হচ্ছে বসে থেকে অপমান হজম করবার।
কারণ আসলে আমরা নিজহাতে সেই পিতৃপুরুষকে হত্যা না করলেও
আমরা এই পাপবোধ থেকে নিশ্কৃতি পাব না।

এখন আমরা এক বদ-ইতিহাস থেকে আরেক বদ-ইতিহাসের জন্ম দিতে পারি।
ইহাকেই বলে payback system।
এবারে আমরা খুনীদের চরিত্র রূপায়ন করব।
তা না হলে সবকিছু হয়ে যাবে প্রচন্ডভাবে জটিল।
এখন আমরা পিতার খুনীদের উরদি পরিধান করব।
আমরা এই অধ্যায়কে বুঝতে পারি।
আমাদের কেউ কেউ আবার এই চরিত্র রূপায়নকে দারুন উপভোগ করে।

‘আমাকে হত্যা কর! আমাকে হত্যা কর!’ কেউ কেউ ক্রন্দনরত; আবার কেউ কেউ উল্লাস প্রকাশ করে।

‘আমাকে অপমান কর আমার পিতার জন্য’।

- আমাদের কাছে হৃদয়ের রক্তক্ষরণ এবং হাততালি সাধারণ আচার অনুষ্ঠান মাত্র।

এই পরযায় হবে অত্যধিক প্রতিশোধ নেবার;

আমরা তাও জানি।

অপমানিতরা অপমান করবে এবারে;

নিগৃহীতরা অত্যাচার চালাবে এবারে।

এই অধ্যায়ও উৎরে যাবে,

সমঝোতার জাল বোনা হয়ে গেছে।

হত্যাকারীদের সাথে আমাদের প্রতিযোগিতায় নামতেই হবে।

কারণ, সেই অধ্যায়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে ফিরে পাব।

তখন আমরা সব মুখোশ উন্মোচন করব

এবং অবশেষে জাতীয় অপরাধবোধের হবে অবসান ॥